কালের কণ্ঠ

তারিখ 09 MAY 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষায় ২০০ নম্বর কমানোর প্রস্তাব

থাকছে এমসিকিউ, দুই বিষয় বাদ!

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি বছরের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় ২০০ নম্বর কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে আন্ত শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটি। ২০১৭ সালে আটটি বিষয়ে ৮৫০ নম্বরের পরীক্ষা হলেও ২০১৮ সালের পরীক্ষায় তা কমিয়ে সাতটি বিষয়ে ৬৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা দিতে হবে না কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ের। গতকাল মঙ্গলবার আন্ত শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মু. জিয়াউল হক স্বাক্ষরিত এসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত শনিবার আন্ত শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির সভায় এ প্রস্তাব পাঠানোর ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়া চলতি বছরের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় এমসিকিউ (মাল্টিপল চয়েজ কোয়েশ্চন) রেখে দেওয়ার ব্যাপারেও সভায় আলোচনা হয়েছে। এমসিকিউ বাদ দিতে হলে ২০১৯ সালের পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন বোর্ড চেয়ারম্যানরা।

নাম প্রকাশ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এমসিকিউ পুরোপুরি তুলে দিতে হলে আগে শিক্ষাবিদদের সঙ্গে বসতে হবে। এর বিকল্প কী হবে তা ঠিক করতে হবে। এখন মে মাস

▶▶ পৃষ্ঠা ৩ ক. ৭

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষায়

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

চলছে। নভেম্বরে পরীক্ষা। মাত্র পাঁচ মাস আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দিলে সমস্যা হতে পারে। এ জন্য চলতি বছরের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় এমসিকিউ না থাকার সম্ভাবনা নেই।

প্রস্তাব থেকে জানা যায়, গত বছর বাংলা ও ইংরেজি প্রতিটি বিষয়ে ২৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এবার থেকে দুই পত্রে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এবং ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের জন্য (উভয় পত্র মিলে) ১০০ করে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। গণিত, বিজ্ঞান, ধর্ম, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের জন্য ১০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তথ্য-প্রযুক্তির পরীক্ষা হবে ৫০ নম্বরের। গত বছর কৃষি ও গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিষয় থাকলেও এবার থেকে তা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া জেডিসি পরীক্ষায় আরবি দুই পত্রের ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। উর্দু ও ফারসি বিষয়ে ছাত্র কম থাকায় তা তুলে দেওয়া যায় কি না সেটাও বিবেচনায় নিতে বলা হয়েছে। জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় মোট সাতটি বিষয়ে ৬৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

২০১৬ সালের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা থাকলেও ২০১৭ সালের পরীক্ষায় তা বাদ দেওয়া হয়েছিল। এবার বাদ দেওয়া হচ্ছে কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্যবিজ্ঞান। তবে এই বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

২০১৭ সালের জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের আটটি বিষয়ে ৮৫০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়েছে। বাংলা প্রথম পত্র ১০০, দ্বিতীয় পত্র ৫০, ইংরেজি প্রথম পত্র ১০০, দ্বিতীয় পত্র ৫০, গণিত, ধর্ম, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, গার্হস্থ্য অর্থনীতি/কৃষি বিষয়ে ১০০ করে এবং তথ্য-প্রযুক্তিতে ৫০ নম্বরসহ মোট ৮৫০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

এসব বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মু. জিয়াউল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের চাপ কমাতে কিছু বিষয় কমানো দরকার। তাই চলতি বছর থেকে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় ৬৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন দেওয়ার পর তা বাস্তবায়ন করা হবে।'

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এম ছায়েফ উল্লাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কিছু বিষয় কমানোর ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। আমাদের জেডিসিতে আরবি দুই পত্রে ১০০ নম্বর করার প্রস্তাব আছে। এ ছাড়া উর্দু ও ফারসি বিষয়ে শিক্ষার্থী একেবারে নেই বললেই চলে। এ বিষয় দুটি রাখা হবে কি না, তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর